দর্শনা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে ইয়াবাসহ দুজন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ১০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ঝাঝাডাঙ্গা ও নাস্তিপুর গ্রামে পৃথক অভিযান চালানো হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে আব্দুল মান্নানের ছেলে আব্দুল হাদী (৩৫)কে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর বসতঘর থেকে ৪৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। অভিযানে দর্শনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খুরশীদ আলমসহ পুলিশের একটি দল অংশ নেয়।

পরে একই ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে কায়েদ আলী বিশ্বাসের ছেলে ইয়াজতুল্লাহ (৫০)কে ৫৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার দুজনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে মঙ্গলবারই চুয়াডাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরে ১ম কমিউনিটি পুলিশ

কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের শুভ উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার আয়োজনে শুরু হয়েছে ১ম কমিউনিটি পুলিশ কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। খেলাধুলার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে রাখা এবং পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ উত্তম কুমার দাস এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খেলার উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমান, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ,বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মানজারুল ইসলাম,বাগোয়ান ইউনিয়ন জামায়াত ইসলামির আমির ফারুক হুসাইন,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, জামায়াত ইসলামী নেতা হাফিজুর রহমান,,পুলিশ কর্মকর্তাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আয়োজকরা বলেন, “মাদককে না বলি, কিশোর গ্যাং নির্মূল করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি”—এই বার্তাকে সামনে রেখে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। কাবাডির মতো গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলাকে জনপ্রিয় করার পাশাপাশি তরুণদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করাই এ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, খেলাধুলা মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করে। পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উদ্বোধনের পর অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে কাবাডি প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ে এ আয়োজনকে ঘিরে ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে।

উক্ত কাবাডী খেলায় জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে পরাজিত করে আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমী টিম জয়লাভ করে।

পুলিশ পদক পাচ্ছেন ঝিনাইদহ জেলা পুলিশের ইকলাচুর রহমান

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্য উদঘাটন ও পেশাগত সততার স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) সেবা সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মো. ইকলাচুর রহমান মিঠু। তিনি পিপিএম-সেবা ক্যাটাগরির তালিকায় ৪২ নম্বরে রয়েছেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-২ শাখা থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব নাসরীন সুলতানা স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ১ মার্চ থেকে ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন, সেবায় অনন্য নজির স্থাপন, গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত এবং অন্যান্য উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে চার ক্যাটাগরিতে মোট ৯২ জন পুলিশ সদস্যকে পদক দেওয়া হচ্ছে।

জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা শাখায় কর্মরত অবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও নিজস্ব গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে একাধিক ক্লুলেস হত্যাকাণ্ড, মহাসড়কে ডাকাতি এবং আন্তঃজেলা অপরাধী চক্রের চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্য উদঘাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এএসআই ইকলাচুর রহমান। ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান পরিচালনা ও অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে তাঁর ভূমিকার কথাও স্থানীয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এএসআই ইকলাচুর রহমান মিঠু বলেন, রাষ্ট্রীয় এই স্বীকৃতি পেশাগত

কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের সেবায় আরও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

ডোপ টেস্টের খরচ মেটাতে পুলিশের নাভিশ্বাস

মাদকের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহে কঠোর অবস্থানে রয়েছে পুলিশ। নিয়মিত অভিযান,সন্দেহভাজনদের আটক এবং ডোপ টেস্টের মাধ্যমে মাদকসেবন শনাক্ত করে নেওয়া হচ্ছে আইনগত ব্যবস্থা। এতে মাঠপর্যায়ে পুলিশের তৎপরতা যেমন বেড়েছে,তেমনি বাড়ছে মামলা ও আসামির সংখ্যাও।

তবে মাদকবিরোধী এই অভিযানের আড়ালে তৈরি হয়েছে নতুন এক চাপ। আটক ব্যক্তিদের ডোপ টেস্ট করাতে প্রতি পরীক্ষায় ব্যয় হচ্ছে ৯৫০ টাকা। আর সরকারি বরাদ্দ না থাকায় এ অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্য কিংবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নিজের পকেট থেকে।

জেলা পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে,চলতি বছরের ১৪ জুলাই থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫৪ দিনে জেলার বিভিন্ন থানা ও গোয়েন্দা শাখায় সামারী ট্রায়ালে মোট ১৭৫টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় আসামি হয়েছেন ২২২ জন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী,১৪ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত ১৭ দিনে মামলা হয়েছে ৩৩টি,আসামি হয়েছেন ৪৪ জন। আগস্ট মাসে অভিযানের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এ মাসে মামলা হয়েছে ১২৭টি এবং আসামি হয়েছেন ১৫৮ জন। সেপ্টেম্বরের প্রথম ছয় দিনে আরও ১৫টি মামলা হয়েছে,যাতে আসামি হয়েছেন ২০ জন।

জুলাইয়ের ১৭ দিনে ঝিনাইদহ সদর থানায় ৫টি মামলায় ৫ জন,কালীগঞ্জে ৬টি মামলায় ৮ জন, শৈলকুপায় ১৪টি মামলায় ১৯ জন,হরিণাকুণ্ডুতে ১টি মামলায় ১ জন, কোটচাঁদপুরে ১টি মামলায় ১ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) ৬টি মামলায় ১০ জন আসামি হন।

আগস্টে ঝিনাইদহ সদর থানায় ২৭টি মামলায় ৪২ জন,কালীগঞ্জে ১৬টি মামলায় ১৮ জন,শৈলকুপায় ৫৫টি মামলায় ৫৭ জন, হরিণাকুণ্ডুতে ৬টি মামলায় ১০ জন, কোটচাঁদপুরে ৭টি মামলায় ৯ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় ১৬টি মামলায় ২২ জন আসামি হয়েছেন।

সেপ্টেম্বরের প্রথম ছয় দিনে ঝিনাইদহ সদর থানায় ৩টি মামলায় ৩ জন, কালীগঞ্জে ১টি মামলায় ৩ জন, শৈলকুপায় ৯টি মামলায় ৯ জন, হরিণাকুণ্ডুতে ১টি মামলায় ১ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় ১টি মামলায় ৩ জন আসামি হয়েছেন। এ সময়ে কোটচাঁদপুরে কোনো মামলা হয়নি।

৫৪ দিনের হিসাব বিশ্লেষণে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে শৈলকুপা থানায়। ১৪ জুলাই থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেখানে মোট ৭৮টি মামলায় ৮৫ জন আসামি হয়েছেন। একই সময়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় ৩৫টি মামলায় ৫০ জন,কালীগঞ্জে ২৩টি মামলায় ২৯ জন,হরিণাকুণ্ডুতে ৮টি মামলায় ১২ জন, কোটচাঁদপুরে ৮টি মামলায় ১০ জন এবং জেলা গোয়েন্দা শাখায় ২৩টি মামলায় ৩৫ জন আসামি হয়েছেন। আসামীদেরকে ১৫ দিন থেকে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ব্যক্তির মাদক গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে ডোপ টেস্ট এখন গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে।

কাউকে আটকের পর তাকে হাসপাতালে নেওয়া,নমুনা সংগ্রহ,পরীক্ষার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পন্ন করা এবং পরীক্ষার ফি পরিশোধসহ পুরো প্রক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদেরই সামলাতে হচ্ছে।

কিন্তু ডোপ টেস্টের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি অর্থ বরাদ্দ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষার ৯৫০ টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিংবা আটককারী পুলিশ সদস্যকে। প্রাথমিকভাবে এ খরচ থানার ওসির বহন করার কথা থাকলেও বাস্তবে অনেক জায়গায় দায়িত্বটি এসে পড়ছে অভিযানে থাকা এসআইদের ওপর।

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে,পরবর্তীতে বিভিন্ন ফান্ড থেকে এসব অর্থ ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে টাকা ফেরত পাওয়ার প্রক্রিয়া কতটা দ্রুত ও নিয়মিত, তা নিয়ে মাঠপর্যায়ের সদস্যদের মধ্যে রয়েছে অনিশ্চয়তা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক পুলিশ সদস্য বলেন,দমাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো আমাদের দায়িত্ব। কাউকে আটক করার পর ডোপ টেস্ট

প্রয়োজন হলে পরীক্ষা করাতেই হয়। কিন্তু সেই পরীক্ষার টাকা যদি নিজের পকেট থেকে দিতে হয়,তাহলে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত আর্থিক চাপও তৈরি হয়।’

আরেক পুলিশ সদস্য বলেন,‘দুএকজনের ক্ষেত্রে ৯৫০ টাকা হয়তো খুব বেশি মনে হবে না। কিন্তু নিয়মিত অভিযানে একাধিক ব্যক্তিকে আটক করতে হয়। প্রত্যেকের ডোপ টেস্ট করাতে হলে মাস শেষে নিজের পকেট থেকে দেওয়া টাকার পরিমাণও কম নয়।’

মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের এই আর্থিক সংকটের বিষয়টি সামনে আসায় শৈলকুপায় কিছুটা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে ‘আগামীর শৈলকুপা’ নামে একটি সংগঠন। ডোপ টেস্টের খরচ বহনে তারা পুলিশকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করছে। পাশাপাশি জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

তবে সংশ্লিষ্টদের মতে, মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান যত বাড়বে,ডোপ টেস্টের প্রয়োজনও তত বাড়বে। ফলে পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের পরিমাণও বাড়বে। সাময়িক সহযোগিতার পরিবর্তে ডোপ টেস্টের জন্য নির্দিষ্ট, স্বচ্ছ ও নিয়মিত সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। তা না হলে মাদক বিরোধী অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপই আর্থিক সংকটে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই মাদকবিরোধী কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও টেকসই করতে দ্রুত সরকারি অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাসান বলেন,‘ডোপ টেস্ট চালু হওয়ার পর থেকেই জেলাজুড়ে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে ডোপ টেস্ট করানো হচ্ছে।

প্রতিটি পরীক্ষায় খরচ হচ্ছে ৯৫০ টাকা। কিন্তু এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। সামনে নিয়মিতভাবে ডোপ টেস্ট চালিয়ে যেতে হলে প্রতিটি পরীক্ষার খরচ যদি পুলিশ সদস্যদের নিজেদের বহন করতে হয়,তাহলে বিষয়টি তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি আরও বলেন, বিষয়টি ইতোমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ডোপ টেস্টের জন্য যদি সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হয় অথবা হাসপাতালে বিনামূল্যে ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা করা যায়,তাহলে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা সম্ভব হবে। এতে মামলার সংখ্যা যেমন বাড়বে,তেমনি মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যরাও আরও উৎসাহ

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামি গ্রেপ্তার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন মামলার ৮ আসামিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

পুলিশ জানায়, দর্শনা রেল ইয়ার্ডে চাঁদা না দেওয়ায় এক সিঅ্যান্ডএফ ব্যবসায়ীর অফিস ও বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে ২১ জনের নাম উল্লেখ করে দর্শনা থানায় মামলা করা হয়। এ ঘটনায় চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে বিভিন্ন স্থান থেকে আরও চার আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সদাবরী হাইস্কুলপাড়ার আওয়ামী লীগ কর্মী তসিমউদ্দীন, প্যানেল কোটের মামলায় শ্যামপুর গ্রামের মানিক মিয়া, জয়নগর গ্রামের কাস্টমসপাড়ার মদন আলী এবং পরানপুর গ্রামের নাজমুল ইসলাম।

এছাড়া অন্যান্য মামলায় আকুন্দবাড়িয়া গ্রামের আলমগীর হোসেন ও জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। জিআর মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি আতিয়ার রহমান এবং বেগমপুর কলোনিপাড়ার ইব্রাহীমকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

পরে গ্রেপ্তার আট আসামিকে চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গাংনীতে বিএনপির সমাবেশ স্থলের কাছে ৩টি টাইম বোমা বিষ্ফোরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে তিনটি টাইম বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

রোববার বিকেল ৩টার দিকে গাংনী বাজারে হাসানের চায়ের দোকানের পাশে দুটি এবং বাঁশবাড়িয়া আনসার-ভিডিপি ক্লাবের ওপর একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

গাংনী বাজারের বোমা বিস্ফোরণের স্থান থেকে প্রায় ৫০ গজ দূরে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়। আর বাঁশবাড়িয়ার বিস্ফোরণস্থলের পাশেই বিএনপির জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন জানান, আজ বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি রয়েছে। এ কারণে কয়েকজন নেতাকর্মীকে নিয়ে বিএনপি কার্যালয়ের কাছাকাছি একটি চায়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে দুটি টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।

এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিএনপির কর্মসূচি বানচাল করার জন্য এ ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে বলে দাবি করেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তাদের ধারণা, বিস্ফোরণস্থলের একটি গাছের মধ্যে টাইম বোমা রাখা হয়েছিল।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ আমাদের অনুষ্ঠান রয়েছে। আমরা বিএনপি কার্যালয়েই বসে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ বিকট শব্দে টাইম বোমা বিস্ফোরিত হয়। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি দুটি টিনের টুকরা ও ব্যাটারি পড়ে রয়েছে। আমাদের অনুষ্ঠান বানচাল করার জন্য কে বা কারা এগুলো রেখে গেছে, তা দ্রুত শনাক্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার জন্য প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

গাংনী থানার তদন্ত কর্মকর্তা শিমুল কুমার দাস বলেন, সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরণের আলামত

উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

তবে তিনি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি।

হরিণাকুণ্ডুতে মামলা তুলে নিতে বাদীর ওপর সন্ত্রাসী হামলা, মামলা নিতে পুলিশের গড়িমসি

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মামলা তুলে নিতে মিজানুর রহমান সোনার
(৬০) ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে মামলার বিবাদীরা।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার ৫ নম্বর কাপাশহাটিয়া ইউনিয়নের কিসমত ঘোড়াগাছা গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ হামলায় আহত মিজানুর রহমান একই গ্রামের মৃত আবুল হোসেন মিয়ার ছেলে। তিনি হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত মিজানুর রহমান বলেন, আমি পার্শ্ববর্তী কুল্ল্যাগাছা বাজার থেকে সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফিরছিলাম। এ সময় কিসমত ঘোড়াগাছা গ্রামের পিন্টুর দোকানের সামনে পৌঁছালে কনক আমার সাইকেল থামিয়ে পথরোধ করে মামলা তুলে নিতে চাপ দেয়। তখন আমি অস্বীকৃতি জানাই। এ সময় দোকানে বসে থাকা বোরহান, মশিয়ারসহ ৫-৬ জন আমাকে লাঠি, রড ও হাতুড়ি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। তখন আমার চিৎকারে পাশের কয়েকজন দৌড়ে এসে আমাকে প্রাণে রক্ষা করে। সে সময় তারা বারবার বলতে থাকে, মামলা তুলে না নিলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায়, মিজানুর রহমান সোনার বাড়িতে ২০২৪ সালে বিবাদীরা হামলা চালিয়ে বাড়িঘরে লুটপাট, ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনা ঘটায়। ওই ঘটনায় মিজানুর রহমান বাদী হয়ে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি জিআর মামলা করেন, যার নম্বর ১৯৭/২০২৪। বর্তমানে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

এই মামলাটি আদালত থেকে তুলে নিতে ওই গ্রামের মশিয়ার, কনক, বোরহান, তোতাসহ বেশ কয়েকজন বিভিন্ন সময় মিজানুর রহমানের বাড়ির আশপাশে গালিগালাজ করে, মাঝে মধ্যে ইট-পাটকেল ছোড়ে এবং প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। জীবনের ভয়ে মিজানুর ও তার পরিবারের লোকজন সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হন না। তার ছোট ভাই শাহীন কবির ঝলকও তাদের ভয়ে দীর্ঘদিন বাড়িতে আসতে পারেন না।

এরই জেরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মিজানুর রহমান সোনাকে তারা রাস্তায় ফেলে মারধর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ছাড়া আহত মিজানুর রহমানকে চিকিৎসার জন্য দ্রুত হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে চাইলে বিবাদীরা তাতে বাধা দেয়। ভয়ে কোনো ভ্যান বা ইজিবাইকচালক আহত মিজানুরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাননি। পরে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জুলফিকার আলীকে জানালে তিনি পুলিশ পাঠিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করেন বলে আহতের স্বজনরা জানান।

এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জুলফিকার আলী বলেন, “আমি বিষয়টি শোনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পাঠিয়েছি। ভিকটিমকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।”

মামলার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “বসাবসি করে মীমাংসার চেষ্টা করছি। মামলা দিলে দুর্বল ধারায় আটকানো মুশকিল হবে।” তবে অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

মামলা তুলে নিতে বাদির উপরে সন্ত্রাসী হামলা, পুলিশের সহায়তায় হাসপাতালে ভর্তি

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মামলা তুলে নিতে বাদির উপরে সন্ত্রাসী হামলা ও মারধর করেছে আসামীরা।

বুধবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টায় উপজেলার ৫নং কাপাশহাটিয়া

ইউনিয়নের কিসমত ঘোড়াগাছা গ্রামের মৃত আবুল হোসেন মিয়ার ছেলে মিজানুর রহমান সোনা (৬০) এর উপর এই সন্ত্রাসী হামালা চালায় একই গ্রামের কনক, বোরহান, মশিয়ার রহমানসহ ১০/১২জন ব্যক্তি।

সোনার পারিবারিক সূত্রে জানান, ২০২৪ সালে তাদের বাড়িতে হামলা মারধর ও লুটপাটের ঘটনায় হরিণাকুণ্ডু থানায় মিজানুর রহমান সোনা বাদি হয়ে একটি জি আর মামলা করে যার নং ১৯৭/২০২৪, বর্তমানে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এই মামলাটি কোর্ট থেকে তুলে নিতে একই গ্রামের মশিয়ার কনক, বোরহান, তোতাসহ বেশ কয়েকজন আসামী বিভিন্ন সময় বাড়ির আশেপাশে গালিগালাজ করে, মাঝে মধ্যে জানে মেরে ফেলার হুমকী দেয়। জীবনের ভয়ে সোনার ছোট ভাই শাহীন কবির ঝলক দীর্ঘদিন বািড়ে আসতে পারে না। এই ঘটনার জেরে আজ বুধবার বিকাল ৫টার দিকে মিজানুর রহমান সোনাকে বাড়ি থেকে ডেকে পাশের একটি দোকান ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা মামলা তুলে নিতে প্রথমে চাপ প্রয়োগ করে। পরে মামলা তুলে নিতে অস্বীকৃতি জানালে আসামীরা তাকে বেধড়ক মারধর করে,পায়ের হাড়গোড় ফাটিয়ে দেয়। আহত সোনাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে তারা তাকে বাধা দেয়। এই অবস্থায় হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জুলফিকার আলীকে বিষয়টি জানালে তিনি দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়। হামলায় জড়িত কনকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে ১০৮টি হারানো মোবাইল ও ১৭ লাখ টাকা উদ্ধার করলো পুলিশ

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১০৮টি হারানো মোবাইল ফোন এবং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ১৭ লাখ ৪৩ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে জেলা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্ধার করা মোবাইল ফোন ও টাকা ভুক্তভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ জানায়, ২০২৬ সালের জুন ও জুলাই এই দুই মাসে জেলার বিভিন্ন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ১০৮টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। একই সময়ে ২৬টি ফেসবুক আইডিও উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া অর্থের তিনটি মামলায় ১৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকা এবং ভুলক্রমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অন্যের কাছে চলে যাওয়া টাকা সংক্রান্ত ছয়টি জিডির ভিত্তিতে আরও ৫৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে উদ্ধার করা ১৭ লাখ ৪৩ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, অনলাইন জুয়া, বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে ভিসা জালিয়াতি, বিকাশ প্রতারণা ও অনলাইন কেনাকাটাসহ বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা দিতে কাজ করছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাইবার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

দর্শনায় পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ১২

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ৯ জন এবং নিয়মিত মামলার ৩ আসামিসহ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পরে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।